দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 2 NOV 1986
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

029

শিক্ষাঙ্গন

কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিকে দেশের মেরুদণ্ড বলা যায়। দেশে কৃষি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে কৃষিবিদদের অবদান অতুলনীয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা কৃষিবিদগণ দেশের বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োজিত থেকে দেশের সেবা করে যাচ্ছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি, কৃষি প্রকৌশল, পশুপালন, পশু চিকিৎসা, মৎস্য বিজ্ঞান ও কৃষি অর্থনীতি এই ছয়টি অনুষদ রয়েছে। ছয়টি অনুষদ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৫শ' কৃষিবিদ পাস করে বের হন। (আমাদের মতো এই কৃষিপ্রধান দেশে আর্থসামাজিক অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে পাস করা এই কৃষিবিদদের ভূমিকাকে কোনভাবেই খাটো করে দেখার উপায় নেই।)

কৃষিকে যদি বাংলাদেশের ভিত বলা হয়, তবে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ সেই ভিতের রড। কৃষি আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণে কৃষি প্রকৌশলীদের ভূমিকা অনন্য। অথচ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি প্রকৌশল অনুষদ আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। কৃষি শিক্ষা আজ আর উপেক্ষণীয় নয়। হাজার হাজার শিক্ষার্থী কৃষি শিক্ষার জন্য উন্মুখ। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাগুলো দেখলে তা সহজে অনুমান করা যায়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাক্রমের প্রথম সারির মেধাধারীরা নির্দ্বিধায় যে অনুষদটি বেছে নেয়, তা হল এই কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ। অথচ এই সম্ভাবনাময় অনুষদটির উপর নেমে এসেছে কালো ছায়া।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের চারটির "পরিদপ্তর" রয়েছে এবং তার ক্যাডারও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ থেকে পাস করা কৃষি প্রকৌশলীদের কোন ক্যাডার নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি প্রকৌশলীরা আজ হতাশায় ভোগছে। এ দেশের মেহনতী গরীব কৃষকের কষ্টার্জিত পয়সায় সৃষ্টি কৃষি প্রকৌশলীদের যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়নে তাদের অবদানকে স্বীকার করতে হবে। কৃষি প্রকৌশলীদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে তা কোন দিনই সম্ভব নয়।

কৃষি প্রকৌশল অনুষদে চারটি বিভাগ রয়েছে। অনুষদের স্বার্থে সিলেবাসকে নতুন করে সাজাতে হবে। কারিকুলামের জটিলতা দূর করে যুগোপযোগীভাবে বিষয় বিন্যস্ত করতে হবে। অনুষদ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পশুপালন ও জীববিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাত্রদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে পশুপালন বাদ দিলেও জীব বিজ্ঞান থেকে যায়। প্রথম বর্ষের ছাত্ররা ক্লাস শুরু থেকেই জীববিজ্ঞানকে বয়কট করে আসছে। আজ পর্যন্ত তারা কোন ক্লাস করেনি। ছাত্ররা জীববিজ্ঞান বিষয়ের সমাধানকল্পে কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানিয়ে আসছে। অনুষদের শিক্ষকবৃন্দের সাথে এ ব্যাপারে কয়েক দফা বৈঠক হয়। কিন্তু কোন সমাধান হয়নি। বর্তমানে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ঝুলছে। ক্লাস শুরু হয়েছে এক বছরের বেশী হতে চললো। অথচ অন্যান্য অনুষদে বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ হলেও কৃষি প্রকৌশলে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষাই হয়নি। অভিভাবকবৃন্দ দারুণ চিন্তাযুক্ত রয়েছে। কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের এ সব সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করা প্রয়োজন।

—মোঃ নিয়াজ উদ্দীন পাশা
ফজলুল হক হল
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোমেনশাহী।